

332915 - মানুষের সন্তুষ্টির বদলে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানানোর উপায় কি?

প্রশ্ন

কভিবে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টটিকে আমার লক্ষ্য বানাতো পারব এবং মানুষ কী বলে সত্যকে ভ্রুক্বেষণে করব না? এক্ষেত্রে কোন বইগুলো আমাকে সাহায্য করতে পারে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

একজন মুমনি ব্যক্তির মহান লক্ষ্য হবে রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "আল্লাহ মুমনি নর ও নারীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন— এমন জান্নাতসমূহে যাদের নমিন্দশে নহর প্রবাহিত, যখন তারা অনন্তকাল থাকবে। আর (ওয়াদা দিয়েছেন) উত্তম বাসস্থানসমূহে ঐ স্থায়ী জান্নাতে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নয়োমত। এটাই মহাসফলতা।" [সূরা তাওবা, আয়াত: ৭২]

সহি বুখারী (৬৫৪৯) ও সহি মুসলিম (২৮২৯) আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন: ওহে জান্নাতীরা! তারা বলবে: ও আমাদের প্রভু লাব্বাইক (হায়রি)। তখন তিনি বলবেন: তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তখন তারা বলবে: আমরা কোন সন্তুষ্ট হব না; আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন আপনার অন্য কোন সন্তুষ্টিকে তা দেননি। তখন তিনি বলবেন: আমি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম নয়োমত দি। তারা বলবে: হে আমাদের প্রভু! এর চেয়ে উত্তম নয়োমত কী? তখন তিনি বলবেন: আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নাযলি করব; এরপর আর কখনও আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।"

একজন মুমনির জীবনে নশানা হওয়া উচিত এক আল্লাহর সন্তুষ্টি যার কোন শরীক নাই; এমন কি এতে যদি মানুষ অসন্তুষ্ট হয় তবুও। আর মুনাফকিরে আলামত হচ্ছে মাখলুকরে সন্তুষ্টি; এমনকি এতে যদি রাব্বুল আলামীন অসন্তুষ্ট হয় তবুও।

আল্লাহ তাআলা মুনাফকিদরে ব্যাপারে বলেন: "তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর কসম করে; যাতে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পারবে। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক হকদার য়ে, তারা তাঁকে সন্তুষ্ট করবে, যদি তারা ঈমানদার হয়ে থাকে। "[সূরা তাওবা, আয়াত: ৬২]

যে বিষয়গুলো বান্দাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধানের সহযোগিতা করবে তা নমিনরূপ:

এক:

বান্দা তার প্রভুকে চেনে এবং এই একীকরণ রাখা য়ে, সবকিছু তাঁর হাতে। তিনিই এককভাবে সবকিছু পরিচালনা করেন। এককভাবে তিনিই উপরে উঠান ও নীচে নামান। তিনিই সম্মানিত করেন ও লাঞ্ছিত করেন। তিনি যা দেন তা প্রতিরোধ করার কউে নই। তিনি যা দেন না তা দয়ার কউে নই। সকল মানুষ আল্লাহর জন্য বা তাদের নিজদের জন্য কোন উপকার বা ক্ষতির মালিক নয়; মৃত্যু বা জীবনের বা অন্য কিছু মালিক নয়।

যদি বান্দা এ একীকরণ রাখতে পারে তাহলে তার অন্তর তার প্রভুর সাথে সম্পৃক্ত হয়। এ ঈমানের কারণে য়ে, মানুষ তার প্রভুর অনুমতি ছাড়া তার উপকার করতে পারবে না এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "জেনে রাখ! সমস্ত মানুষ যদি তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয় তদুপরী তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না; আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া। অনুরূপভাবে তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয় তারা তোমার কোন ক্ষতিও করতে পারবে না; আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া।" [সুনানে তিরমিযি (২৫১৬), আলবানী 'সলিসলি সহহি'-তে (৫/৪৯৭) হাদিসটিকে 'সহহি' বলেছেন]

দুই:

বান্দা এই একীকরণ রাখা য়ে, তার প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি তার প্রভু ও তার মাওলার অনুমতিক্রমেই। যদি সে তার প্রভুকে সন্তুষ্ট করে তাহলে তিনি মুমিন বান্দাদের অন্তরে তার ভালোবাসা ঢেলে দেন।

সুনানে তিরমিযিতে (৩২৬৭) বার বার আযবে (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে য়ে, তিনি বলেন: "এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিশ্চয় আমার পক্ষ থেকে প্রশংসা সুনাম এবং নিশ্চয় আমার পক্ষ থেকে নিন্দা দুর্নাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এটা আল্লাহ তাআলার অধিকার।" [হাদিসটিকে আলবানী 'সহহিত তিরমিযি'-তে সহহি বলেছেন]

একমাত্র আল্লাহ যদি কোন বান্দার স্তুতি বা প্রশংসা করেন তাহলে সেটা তার সুনাম। আর তিনি যদি বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট হন ও নিন্দা করেন তাহলে সেটা বান্দার কলঙ্ক। আর তিনি ছাড়া অন্য মানুষ তাঁর অনুমতি ছাড়া এই অধিকার রাখে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

না। হাদিসে এসেছে যে, আল্লাহই মানুষের অন্তরে বান্দার প্রতীভালোবাসা বা ঘৃণা সৃষ্টি করেন।

সহি বুখারী (৩২০৯) ও সহি মুসলিম (২৬৩৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ যদি কোন বান্দাকে ভালোবাসে তনি জিব্রাইল (আঃ)কে ডেকে বলেন: নিশ্চয় আমি অমুককে ভালোবাসি; সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাস। তনি বলেন: তখন জিব্রাইল (আঃ) তাকে ভালোবাসে। এরপর জিব্রাইল (আঃ) আসমানে ঘোষণা করে বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ অমুককে ভালোবাসে; অতএব তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আসমানবাসী তাকে ভালোবাসে। তনি বলেন: এরপর তার জন্য জমনিও গ্রহণযোগ্যতা তরী করে দেয়া হয়। আর যদি তনি কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন তনি জিব্রাইলকে (আঃ) ডেকে বলেন: নিশ্চয় আমি অমুককে অপছন্দ করি; সুতরাং তুমিও তাকে অপছন্দ কর। তনি বলেন: তখন জিব্রাইল (আঃ)ও তাকে অপছন্দ করে। এরপর সবে আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা দেয়া যে, নিশ্চয় আল্লাহ অমুককে অপছন্দ করেন; অতএব তোমরাও তাকে অপছন্দ কর। তনি বলেন: তখন তারাও তাকে অপছন্দ করে। এরপর জমনিও তার জন্য ঘৃণা তরী করে দেয়া হয়।"

তনি:

বান্দা এই একীকরণ রাখবে যে, রাব্বুল আলামীনকে বাদ দিয়ে মানুষের সন্তুষ্টির দিকে ভ্রুক্ষেপে করাটা অবমাননাকর। এমন ব্যক্তি নিন্দিত; তার প্রশংসাকারী কউ নেই। এমন ব্যক্তি লাঞ্ছিত; তাকে সাহায্যকারী কউ নেই। আর যদি সে এক আল্লাহর সন্তুষ্টির তালাশ করে তাহলে মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পড়বে।" [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২২]

আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টি দিয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে আল্লাহ মানুষকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। আর যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টি দিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ তাকে মানুষের হাতে সোপর্দ করেন।" [সহি ইবনে হিব্বান (২৭৭); আলবানী 'আস্সলিসলি আস-সাহিহা' গ্রন্থে (২৩১১) হাদিসটিকে সহি বলছেন]

কা'ব বনি মালকে (রাঃ) এর দিকে তাকান। কয়েক ছিল তার সত্যবাদিতা ও এক আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্য। যহেতু তার এ ঈমান ছিল যে, তনি যদি সত্য বলবে আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন। আর তার লক্ষ্য যদি হত মথিয়া বলার মাধ্যমে মানুষের রোযানল থেকে বের হওয়া তাহলে হতে পারে আল্লাহ মানুষকে তার উপর ক্ষেপিয়ে তুলতেন।

## ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কাব (রাঃ) তার তাওবার ঘটনায় বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন: আল্লাহর শপথ! নশ্চয় আমি যদি দুনিয়াবাসী অন্য কারো কাছে বসতাম তাহলে আমি কোন একটা ওজর পশে করে তার অসন্তুষ্টিকে বের হওয়াকে যৌক্তিক মনে করতাম; যহেতু আমাকে বাদানুবাদ করার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর শপথ আমি জানি যে, আজ যদি আমি আপনার সাথে মথিয়া কথা বলি তাহলে আপনি সেরে কথায় আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। কিন্তু আমার আশংকা হয় অচিরেই আল্লাহ আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিবেন। আর যদি আমি আপনার সাথে সত্য কথা বলি তাহলে আপনি আমার প্রতি রাগ করবেন। কিন্তু এর মাধ্যমে আমি আল্লাহর ক্ষমা পতে চাই। না; আল্লাহর শপথ! আমার কোন ওজর ছিল না। আল্লাহর শপথ! আমি যে সময়ে যুদ্ধে যাইনি সে সময়ের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও স্বচ্ছল আমি আর কখনও ছিলাম না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এ লোক সত্য বলছে। তুমি উঠে যাও; যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেন। [সহিহ বুখারী (৪৪১৮) ও সহিহ মুসলিম (২৭৬৯)]

চার:

এ কথা জানা যে, মানুষকে সন্তুষ্ট করার কোন উপায় নেই। কেননা মানুষের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জুলুম ও অজ্ঞতা। মানুষকে সন্তুষ্ট করা এমন এক লক্ষ্যবস্তু যাতো পৌঁছা যায় না। কেননা মানুষ তাদের প্রভুর প্রতিই সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং তারা কি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে?!

ইমাম বাইহাকী তাঁর 'আল-যুহুদুল কাবরি' কতিব (১৮০) সহিহ সনদে হাসান বহরারি (রহঃ) থেকে সংকলন করেছেন যে, তাকে জিজ্ঞাসে করা হল: "কিছু লোক আপনার মজলসি আসে আপনার কোন একটা অসংলগ্ন কথা নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে বিষোদগার করার জন্য। তখন তিনি বললেন: বিষয়টিকে হালকাভাবে নিন! আমি নিজেকে আল্লাহর নকৈট্যের প্রতি আগ্রহী করছি; আমার আত্মা আগ্রহী হয়েছে। আমি নিজেকে জান্নাতের প্রতি আগ্রহী করছি; আমার আত্মা আগ্রহী হয়েছে। আমি নিজেকে আয়তলোচন হুরদের প্রতি আগ্রহী করছি; আমার আত্মা আগ্রহী হয়েছে। আমি নিজেকে মানুষ থেকে নিরাপদ থাকার প্রতি আগ্রহী করছি; কিন্তু এর জন্য কোন উপায় পাইনি। আমি যখন দেখলাম মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি সন্তুষ্ট হয় না; তখন জানতে পারলাম তারা তাদের সমতুল্য মাখলুকদের প্রতিও সন্তুষ্ট হবে না।"

ইমাম শাফয়ী (রহঃ) ইউনুস বনি আব্দুল আ'লাকে বলেন: "হে আবু মুসা! আপনি যদি সকল মানুষকে সন্তুষ্ট করার সব ধরণের চেষ্টা করেনে তবুও এর কোন উপায় নেই। অতএব, আপনি আপনার আমল ও নিয়তকে আল্লাহ তাআলার জন্যই একনষিষ্ঠ করুন।" [ইমাম বাইহাকীর 'শুআবুল ঈমান' (৬৫১৮)]

আর বইয়ের ব্যাপারে কথা হল: এ বিষয়ে বিশেষভাবে কোন বই রচনা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে আমি প্রশ্নকারী

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ভাই ও সকল মুসলমিকে আল্লাহকে অধিক জানার উপদশে দিচ্ছি। যখনই বান্দা তার প্রভুকে চিনবে তখনই তার লক্ষ্য হবে তার প্রভুর সন্তুষ্টি; আর এটাই যথেষ্ট। মানুষেরে অসন্তুষ্টি তার কোন ক্ষতিকরবে না।

এ বিষয়ক ভাল বইয়েরে মধ্যে রয়েছে ড. মুহাম্মদ আল-হুমুদ আল-নাজদরি রচিতি 'আন-নাহজুল আসমা ফি শারহি আসমায়া আল্লাহ আল-হুসনা'।

অনুরূপভাবে ইবনে রজব আল-হাম্বলি, ইবনুল কাইয়্যেরে বইগুলো বশে বশে অধ্যয়নেরে উপদশে দিচ্ছি। এ বিষয়ে তাদেরে কথাগুলো সবচেয়ে উপকারী।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।